শাহ আব্দুল হান্নানের জন্য কয়েকটি পঙতি

ডা লি য়া সা ত্তা র

তাঁর কথা মনে হলে
একটি বিশাল বটবৃক্ষের ছবি ভেসে ওঠে।
ক্লান্ত, শ্রান্ত পথচারীরা
রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে
তাঁর ছায়ায় আশ্রয় নেয়।
তাঁকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে
মূল্যবোধ আর জ্ঞানে
আলোকিত মানুষদের হাট।
তারুণ্যের উচ্ছাস, প্রত্যাশা, ক্ষোভ
আর ভালোবাসার উত্তাপ
তাঁর প্রজ্ঞার ছায়ায় গিয়ে
পেয়ে যায় নতুন কক্ষপথ।

কিন্তু তিনি ঠিক বটবৃক্ষ নন।
অশ্বত্থের পাদদেশ তো
একেবারে বিরাণভুমি।
সেখানে গাছপালা থাকে না,
থাকে না দুর্বাঘাস কিংবা বন্য লতাপাতা।
নিজে মহীরুহ হতে গিয়ে
বিশাল বৃক্ষ
আর কাউকেই বাড়তে দেয় না।
অথচ, তাঁর চারপাশে
শত বৃক্ষ, লতা ও গুল্মের সমাহার।
নিজের শাখা-প্রশাখা গুটিয়ে রেখে
চারাগাছের কচি ডালপালা আর লতার নরম ডগা
দুহাতে উচু করে
তিনি নিরন্তর পৌঁছে দিয়ে চলেছেন
সুর্য্যের আলোর কাছে।
ঠিক যেন একনিষ্ঠ মালী একজন।
আলোকিত বাগান রচনায়
ধ্যানমগ্ন সাধক।

যখন তাঁর ই-মেইল পড়ি
কিংবা তাঁর ক্লাসে গিয়ে বসি
অথবা হাজির হই
তাঁর সাদাসিদে বৈঠকখানায়,
তখন তাঁকে মনে হয় মুক্তবুদ্ধির হাব।
তথ্য প্রযুক্তির এই যন্ত্রটির মত
তিনি চিন্তাশীল মানুষদেরকে যুক্ত করে দেন
পরস্পরের সাথে।

তিনি যখন মা বলে ডাকেন
তখন তাঁকে মনে হয়
সোহাগী মেয়ের স্নেহময় পিতা।
অবুঝ শিশুর সকল আঘাত
তিনি গ্রহন করেন
হাসিমুখে
পরম যত্নে।

যখন সত্য, বিশ্বাস আর মূল্যবোধের বিষয় আসে,
তখন তঁকে সক্রেটিস মনে হয়।
নারীর চেয়েও কোমল মানুষটি
মসজিদের মিনারের দৃঢ়তা নিয়ে
তাকবীর শ্লোগানের শক্তি নিয়ে
সেজদারত মুমিনের সমর্পন নিয়ে
নেকড়ের দলের ক্রুদ্ধ গর্জনের মধ্যেও
সত্যের পতাকা হাতে
নির্বিকার দাড়িয়ে যান।

তখন ভয় হয়,
শিবাজীর নখর আর
হেমলকের পেয়ালা নিয়ে
তার জন্য অপেক্ষা করে নেই তো
কোন পথভ্রষ্ঠ কাপুরুষ ঘাতক।